বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ

মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৭(৩৫)/২০২১-২০২২/ ১৫২৮(১২০০) তারিখঃ ১৭/০২/২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ০৩ জানুয়ারি ২০২২ এর প্রেক্ষিতে অত্র ব্যাংক হতে বিগত ০৫/০১/২০২২ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-১২৬০(১২৫০) জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার লেটারের ধারাবাহিকতায় পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ০৭/০২/২০২২ তারিখে ৫৮৯ নং পত্র মূলে অত্র ব্যাংকের অনুকূলে "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য ঘোষিত ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা পুনঃঅর্থাযন স্কিমের আওতায় ২৩২.০০ ( দুইশত বত্রিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত ২৩২.০০ (দুইশত বত্রিশ) কোটি টাকা বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নিম্লোক্তভাবে বণ্টন করে দেয়া হলো ঃ

(কোটি টাকায়)

| ক্রঃ নং | বিভাগের নাম | ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|
| ০১. | ঢাকা | ২০.০০ |
| ০২. | ময়মনসিংহ | ৩৮.০০ |
| ০৩. | চট্টগ্রাম | ২০.০০ |
| ০৪. | খুলনা | ৪০.০০ |
| ০৫. | বরিশাল | ২৫.০০ |
| ০৬. | সিলেট | ১৫.০০ |
| ০৭. | কুমিল্লা | ২৫.০০ |
| ০৮. | ফরিদপুর | ২৫.০০ |
| ০৯. | কুষ্টিয়া | ২৪.০০ |
| | মোটঃ | ২৩২.০০ |

০২। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখার পারফরমেন্স, বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাব্যতার নিরিখে উক্ত কার্যালয় সমূহের মধ্যে বণ্টন করবেন। একইভাবে বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা অঞ্চল প্রধানগণ শাখাসমূহের মধ্যে বণ্টন করবেন। বণ্টনকৃত লক্ষ্যমাত্রা একীভূত করে বিভাগীয় কার্যালয় সমূহ আগামী ২০/০২/২০২২ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করবে। লক্ষ্যমাত্রা বণ্টনকালে নিম্লোক্ত বিষয়গুলো অনুসরন করতে হবে ঃ

(ক) এসিডি সার্কুলার নং-০১/২০২২ এর আওতায় স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা, পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়, ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন, তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকান্ড , বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার, সবজি ও ফলের বাগান, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন খাতে ঋণ বিতরণ করা যাবে ; এছাড়াও, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। সরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(খ) "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। অর্থাৎ এ স্কিমের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত বাজেট সীমার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা যাবে ;

চলমান পাতা-০২

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

(গ) ৩০/০৬/২০২১ ভিত্তিক শাখা/ অঞ্চলের বিতরণকৃত ঋণের স্থিতির ভিত্তিতে ও বাস্তবতার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। অত্র ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের ন্যূনতম ১০% নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

(ঘ) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ বছর বা ২৪ মাস এবং ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকার বেশি তবে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর বা ৩৬ মাস।

(ঙ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৬% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বর্ণিত সার্কুলারের আওতায় একজন উদ্যোক্তা/গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে। শাখা কর্তৃক অত্র ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালা প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করতে পারবে ;

(চ) অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণকারী খেলাপী না হলে ঋণ পরিশোধের পর পুনরায় নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ স্কীমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না ;

(ছ) "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অত্র সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত-'ক ' মঞ্জুরি পত্র ব্যবহার করতে হবে;

(জ) **এ সার্কুলারের আওতায় চলতি মূলধন আকারে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের পত্র নং-৪৬৮ তারিখ: ১৮/০১/২০২১ (কপি সংযুক্ত) মোতাবেক "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় বিতরণকৃত সকল ঋণ ১০২/৩৩ খাতে সিবিএস এ ১২৩৩ কোড ব্যবহার করে ঋণ হিসাব খুলতে হবে;**

(ঝ) এ সার্কুলারের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মেয়াদ মঞ্জুরি পত্রে, ঋণ হিসাব বিবরণীতে এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রতিবেদনে একই হতে হবে;

(ঞ) এসিডি সার্কুলার-০১ ("ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম) এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের জন্য শাখায় আলাদা রেজিষ্টার ব্যবহার করতে হবে এবং মাস শেষে রেজিষ্টারের যোগফলের সাথে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের যোগফলের সমান হতে হবে ;

(ট) গ্রাহকের হালনাগাদ অনুকূল সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক উদ্যোক্তা/ প্রতিষ্ঠানের নামে কোন শ্রেণীকৃত ঋণ নেই মর্মে নিশ্চিত হয়ে ঋণ বিতরণ করতে হবে;

(ঠ) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের টাকা সুদসহ প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ড বাদে ২১ টি মাসিক কিস্তিতে (ঋণের মেয়াদ ২৪ মাস হলে) অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ড বাদে ৩০ টি মাসিক কিস্তিতে (ঋণের মেয়াদ ৩৬ মাস হলে) আদায়যোগ্য;

(ড) এসিডি-০১ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের যোগফলের সাথে Web Portal এর যোগফল সমান হতে হবে। Web Portal এ খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে দৈনিক ভিত্তিতে এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। কারণ Web Portal এর খাত ভিত্তিক তথ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে এবং পক্ষ সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে তা বাংলাদেশ ব্যাংক এর কৃষি ঋণ বিভাগে প্রেরণ করা হবে ;

(ঢ) এ সার্কুলারের আওতায় ঋণ বিতরণ না করে/অন্য খাতে ঋণ বিতরণ করে/ঋণ আবেদন গ্রহণপূর্বক পুনঃঅর্থায়নের জন্য দাবী করা যাবে না।এর ব্যত্যয় ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখার উপর বর্তাবে;

(ণ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ বিতরণ করে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য মাসিক ভিত্তিতে (বিতরণ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে) নির্ধারিত ছকে একীভূত বিবরণী সংযুক্ত ছক -১ মোতাবেক ক্রেডিট বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবস্থাতেই শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় বিচ্ছিন্ন ভাবে বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবে না। কোন কারণে পুনঃঅর্থায়নের জন্য দাবী করা না হলে পরবর্তীতে তা দাবী করা যাবে না এবং এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখার উপর বর্তাবে।

০৩। এমতাবস্থায়, অত্র ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার লেটার নং-১২৬০(১২৫০) তারিখ ০৫/০১/২০২২ এ বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের পরামর্শ দেয়া হলো। ঋণ বিতরণের খাত ভিত্তিক তথ্য দৈনিক ভিত্তিতে Web Portal এ এন্ট্রি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবী বিষয়ে অস্পষ্টতা হলে অত্র বিভাগের উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা (মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোবাইল নং-০১৭২২-৯২২২৯৬) এবং পোর্টাল বিষয়ক কোন সংশয় সৃষ্টি হলে অত্র বিভাগের কর্মকর্তা (আরিফুর রহমান, মোবাইল নং-০১৮১৬-৫৯১৪০১) এর সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং অঞ্চল প্রধানগণ শুরু থেকেই উক্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

২/০২/২০২২

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩৫৮৬৮১

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৭(৩৫)/২০২১-২০২২/ ১৫২৮(১২৫০) তারিখঃ ১৭/০২/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

১৭.০২.২০২২
(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সংযুক্তি-'ক'

----------শাখা।

--------- অঞ্চল।

মঞ্জুরিপত্র (শাখা হতে ঋণ গ্রহিতা)

সুত্র নং ...

তারিখঃ .....

প্রাপক.....

.....

.....

নমুনা কপি

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১/২০২২ (৫০০ কোটি টাকা) এর আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ।

বিষয় ঃ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ মোতাবেক **"ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** এর আওতায়.....অনুকূলে ..... খাতে মঞ্জুরকৃত ----টাকা ঋণ প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৪ মাস অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৬ মাস মেয়াদে মঞ্জুরি প্রসঙ্গ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার/আমাদের ----------তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১ তাং-০৩/০১/২০২২ মোতাবেক কোভিড-১৯ প্রার্দুভাবের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এসিডি-০১/২০২২ এর আওতায় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৪ মাস অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৬ মাস মেয়াদে -------- লক্ষ টাকা বিশেষ ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | সুযোগ সুবিধার ধরণ | ঃ | নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ মোতাবেক "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ। |
| ২। | মঞ্জুরীর বিভাজন | ঃ | দায়-বন্ধকিতে ---------- লক্ষ টাকা। |
| ৩। | মোট টাকা | ঃ | দেশীয় মুদ্রায় ---------- লক্ষ টাকা। |
| ৪। | ঋণ মার্জিন অনুপাত | ঃ | ------ ঃ ----------। |
| ৫। | সংগ্রহপদ্ধতি | ঃ | |
| ৬। | স্কিমের নাম | ঃ | "ঘরে ফেরা"বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম |
| ৭। | উদ্দেশ্য | ঃ | ----------কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য। |
| ৮। | জামানত/ সহায়তজামানত | | ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। |
| ৯। | জামানত / সহায়ক জামানতের উপর চাজ | ঃ | ঐ |
| ১০। | দলিল সম্পাদন | ঃ | ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে। |
| ১১। | সুদের হার | ঃ | এ ঋণের সুদের হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৬.০০% (সরল সুদে)। |
| ১২। | পরিশোধ পদ্ধতি | ঃ | প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ড বাদে ২১ টি মাসিক কিস্তিতে অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ড বাদে ৩০ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য। |
| ১৩। | বিতরণ পদ্ধতি | ঃ | এক বা একাধিক কিস্তিতে বিতরণ করা যেতে পারে। তবে ১ম কিস্তি যে মাসে বিতরণ করা হবে ২য় কিস্তি ঐ মাসেই বিতরণ করতে হবে। |
| ১৪। | হিসাবায়ন পদ্ধতি | ঃ | ১০২/৩৩ (কম্পিউটার সিবিএস কোড-১২৩৩) খাতে হিসাবভূক্ত করতে হবে। |
| ১৫। | বীমা | ঃ | ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে নিয়ম অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। |
| ১৬। | ঋণ তত্ত্বধান/পরিধারণ | ঃ | ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে। |
| ১৭। | ঋণ পরিশোধ | ঃ | ১ম উত্তোলনের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৪ মাস অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৬ মাস মেয়াদান্তে পরিশোধযোগ্য। |
| ১৮। | অন্যান্য শর্তাবলী | ঃ | সংযুক্তি 'খ' মোতাবেক। |

উপরোক্ত শর্তসমূহ ব্যতিরেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন সময়ে আরো নূতন শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা রাখে বা মঞ্জুরিকৃত ঋণ প্রদান বন্ধ/বাতিল করার বা ঋণের সমুদয় টাকা ফেরত চাওয়ার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

যদি উপরোক্ত শর্তাবলী গ্রহনযোগ্য হয় তাহা হইলে অত্র মঞ্জুরিপত্রের একটি অনুলিপি "গৃহতি এবং স্থিরীকৃত"বলিয়া স্বাক্ষর দান পূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট.....তারিখের মধ্যে ফেরত পাঠাইতে হইবে।

"গৃহতি এবং স্থিরীকৃত

স্বাক্ষরঃ ০১।

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তি-'খ'

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

----------শাখা।

--------- অঞ্চল।

বিষয় ঃ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ মোতাবেক **"ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** এর আওতায়.....অনুকূলে ..... খাতে মঞ্জুরকৃত ----টাকা ঋণ প্রথম বিতরণের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৪মাস অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৬ মাস মেয়াদে মঞ্জুরি প্রসঙ্গ।

প্রণোদনার আওতায় মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিশেষ শর্তাবলি ঃ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান ঃ

(খ) দলিলপত্র সম্পাদন (Documentation) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

(১) ডি পি নোট একক ও যৌথভাবে;

(২) লেটার অব কনটিনিউটি (এলএফ-৬০ই);

(৩) রিভাইভাল লেটার (এলএফ-৬০জি) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৪) উদ্যোক্তাদের নিকট হতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি একক ও যৌথ নামে (এলএফ-৬০আই);

(৫) উদ্যোক্তাদের সম্পদ ও দায়ের ঘোষনা (পৃথক পৃথক ভাবে);

(৬) ক) মালামাল হাইপোথিকেশন (এলএফ-৬০বি);

খ) হাইপোথিকেশন অব ডেট্স এন্ড এ্যাসেট্স (এলএফ-৬০ডি);

(০৭) অন্য কোথাও বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করবেন না মর্মে কোম্পানী/উদ্যোক্তা থেকে অংগীকারনামা;

(০৮) ষ্টক থেকে মালামাল চুরি, ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব উদ্যোক্তার উপর বর্তাবে মর্মে ঘোষনা;

(০৯) ব্যাংক কর্তৃক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী সম্পদ বিক্রি অথবা উপ-বন্ধক প্রদান করতে পারার বিষয়ে ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা অর্পন পত্র;

(১০) লেটার অব ডিসক্লেইমার (এলএফ-৬০এফ) গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে;

(১১) গুদামের ব্যবহারিক দখলীস্বত্ব উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংকের বরাবরে হস্তান্তরের ক্ষমতাদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১২) সম্মতিপত্র (Letter of Acceptance);

(১৩) অন্যান্য প্রযোজ্য দলিলাদি।

(গ) পরিদর্শন ঃ হাইপোথিকেটেড পণ্য নিয়মিতভাবে যাচাই করতে হবে ;

(ঘ) অন্যান্য শর্তাবলি ঃ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(১) এ ঋণের সুদের হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৬.০০%। ঋণ হিসাবটি মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত না হলে বার্ষিক প্রচলিত হার সুদে আরোপযোগ্য সমুদয় সুদের টাকা ঋণগ্রহিতার নিকট হতে আদায় করতে হবে এবং সময়ে সময়ে ব্যাংক কর্তৃক পরিবর্তিত সুদের হার এই ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে;

(২) ঋণের মেয়াদ ১ম উত্তোলনের তারিখ হতে ০৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৪ মাস অথবা ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৬ মাস মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যা মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। আলাদা ঋণ হিসাব খুলে দলিলায়নের মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণটি মেয়াদপূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(৫) উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তার নামে হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট/স্থানীয় ব্যাংক শাখাসমূহ হতে দায়-দেনার প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তার নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত/শ্রেণীকৃত ঋণ নেই মর্মে নিশ্চিত হয়ে এ ঋণ বিতরণ করতে হবে;

(৮) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের এবং বন্ধকী সম্পত্তির দৃশ্যমান স্থানে "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ---------- শাখায় দায়বদ্ধ" মর্মে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(০৯) প্রদানকৃত জামানত ও বন্ধকীতে প্রদত্ত পন্যের বাজার মূল্যের সাথে ১০% যোগ করে সকল প্রকার ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার যৌথনামে ব্যাংক বিধি মোতাবেক উদ্যোক্তার খরচে কম্প্রিহেনসিভ বীমা করতে হবে। এক্ষেত্রে অপারেশন পরিপত্র ৮৪/৯৫ তারিখ ০৪/০৯/১৯৯৫ এর নির্দেশনা অনুসরন করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১০) এ ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ এর নীতিমালা এবং পরবর্তীতে সময়ে সময়ে জারীকৃত নিয়মাচার যথারীতি প্রযোজ্য হবে;

কর্মকর্তা ব্যবস্থাপক

৫০১১৯

# বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
**প্রধান কার্যালয়**
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ

সূত্র নং- এসিডি(পলি)/৩৬(৪)/২০২২-৫৮৯

তারিখঃ ০৭/০২/২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,
৮৩-৮৫,মতিঝিল বা/এ
ঢাকা ।

**বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় তহবিল বরাদ্দ প্রসঙ্গে।**

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় আপনাদের ব্যাংকের অনুকূলে প্রাথমিকভাবে ২৩২.০০ (দুইশত বত্রিশ) কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয়তার নিরীখে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণে হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো। এছাড়া, আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় গঠিত তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের নিমিত্ত সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক অংশগ্রহণ চুক্তিনামা ৩০০/- টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ২ প্রস্থ মুদ্রিত করে তা স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আগামী ১৭/০২/২০২২ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনীঃ ৬ (ছয়) পাতা।

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

# কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ
## শাখা-১

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবের নতুন হেড খোলা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ক্রেডিট বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকার অভ্যন্তরীণ পত্র নং- প্রকা/ক্রেঃবিঃ (শাখা-১)/১(১৩)/২০২১-২০২২/১২৬৭(২) তারিখঃ ০৫/০১/২০২২ এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বর্ণীত খাতে ঋণসমূহ হিসাবভূক্ত করার জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি ঋণ হিসাব উপ-খাত, একটি প্রভিশন উপ-খাত ও একটি আয় উপ-খাত খোলা হলোঃ

| বিভাগের নাম | বরাদ্দকৃত উপখাতের শিরোনাম | খাত | |
|---|---|---|---|
| | | মূল খাত | বরাদ্দকৃত উপখাত |
| ক্রেডিট বিভাগ | কোভিড-১৯ ঘরে ফেরা ঋণ | ১০২ | ১০২/৩৩ |
| | কোভিড-১৯ ঘরে ফেরা ঋণ এর সুদ প্রভিশন | ১৩১ | ১৩১/১৮১ |
| | কোভিড-১৯ ঘরে ফেরা ঋণ এর সুদ আয় | ৪৬ | ৪৬/১২৯ |

অনুমোদনক্রমে,

১৮.০১.২০২২

(খান তামজিদ আহমেদ)
উপমহাব্যবস্থাপক

উপমহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট বিভাগ/ আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ
বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

অভ্যঃ পত্র নং-প্রকা/ হিসাব (শাখা-১)/১(২৪)/২০২১-২০২২/৪৬৮(৩)

তারিখঃ ১৮.০১.২০২২

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯; ই-মেইলঃ
dgmlad1@krishibank.org.bd
ক্রেডিট বিভাগ

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৭(৩৫)/২০২১-২০২২/১২৬০ (১২৫০) তারিখঃ ০৫/০১/২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋন বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ০৩ জানুয়ারি, ২০২২ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর ০৩ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০১ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সার্কুলার লেটারটি নিম্নে মুদ্রণ করা হলোঃ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ হঠাৎ কর্ম হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এ সকল মানুষের অধিকাংশই এখন গ্রামে অবস্থান করছে এবং একটি মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধার আওতায় এ সকল জনগোষ্ঠীকে আনা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । এ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রামেই উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে; ফলশ্রুতিতে, সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ প্রেক্ষিতে, গ্রামাঞ্চলে আয়উৎসারী কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে, ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০.০০ (পাঁচ শত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

১. **স্কিমের নামঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।**

২. **তহবিলের পরিমাণঃ** ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা। উক্ত তহবিলের পরিমাণ প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা যাবে।

৩. **উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।**

৪. **স্কিমের মেয়াদঃ** ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। তবে গ্রাহক পর্যায় হতে আদায় কার্যক্রম স্কিমের মেয়াদ পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকবে।

৫. **স্কিমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহঃ**

ক) রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ।

খ) **এছাড়া বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংক সমূহের মধ্যে যে সকল ব্যাংক আলোচ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারাও কৃষি** ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আবেদনপূর্বক উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চলমান পাতা-০২

৬. তহবিল বরাদ্দঃ

(ক) ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় সময়ে সময়ে ঋণ বিতরণের সক্ষমতা পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।

৭. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থাৎ শাখা, উপশাখা, এজেন্ট, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও আদায় করতে পারবে। এতদ্ব্যতীত, প্রয়োজনবোধে আউটসোর্সিং ফেসিলিটেটর (শাখা প্রতি একজন) নিয়োগ করতঃ তাদের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণসহ ঋণ আদায় কার্যক্রমে ফেসিলিটেটর এর সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ ঋণ প্রদান কার্যক্রমে এনজিও, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) বা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে ফেসিলিটেটর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(খ) ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত খাতসমূহে সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

(গ) অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণকারী খেলাপী না হলে ঋণ পরিশোধের পর পুনরায় নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৮. সুদ/মুনাফা হারঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৬% (সরল সুদ হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৯. জামানতঃ এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করা যাবে না।

১০. ঋণের খাতসমূহঃ

- স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা
- পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়
- ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প
- মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন
- তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকান্ড
- বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার
- সবজি ও ফলের বাগান
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন

এছাড়াও, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। সরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

১১. নারী উদ্যোক্তাঃ

অত্র স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে নারী ঋণ গ্রহিতা/উদ্যোক্তাদেরকে ন্যূনতম ১০% ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে।

১২. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদঃ

ক) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ বছর বা ২৪ মাস।

খ) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকার বেশি তবে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর বা ৩৬ মাস।

১৩. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতিঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) পুনঃঅর্থায়ন দাবী করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (বিতরণকারী গ্রাহকের নাম ও মোবাইল নম্বর সহ);
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১৪. শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকঃ

ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ নিজস্ব শরীয়াহ নীতিমালা অনুসরণ করে উক্ত স্কিমের আওতায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

১৫. পরিশোধ পদ্ধতিঃ

(ক) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রাহক পর্যায় হতে সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধ করতে হবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তহবিলের মেয়াদ পর্যন্ত আবর্তনযোগ্য হবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(গ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে জরিমানা ধার্য্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

(ঘ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৬% এর অতিরিক্ত সুদ/মুনাফা ধার্য্যপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ১% হারে জরিমানা আরোপ করতঃ এককালীন আদায় করা হবে।

চলমান পাতা-০৪

১৬. রিপোর্টিং ও মনিটরিংঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে পাক্ষিক ভিত্তিতে (পক্ষ সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে যা অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার যাচাই এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৭. তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ এ তহবিল সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৮. ফোকাল পার্সন নির্বাচনঃ এ স্কীমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ একজন ফোকাল পার্সন (নূন্যতম এজিএম বা সম-পদমর্যাদার) নির্বাচন করবে যিনি স্কীম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৯. অন্যান্য শর্তাবলীঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরোক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারির পরবর্তী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে অত্র বিভাগের সহিত যোগাযোগের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর ০৩ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০১ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, এসিডি সার্কুলার নং-০১ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১

চলমান পাতা-০৫

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৭(৩৪)/২০২১-২০২২/১২৬০(১২৮০) তারিখঃ ০৫/০১/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**

০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।

০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।

০৯। নথি/মহানথি।

০৫/০১/২০২২

(মোঃ এনামুল হোসেন)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

এসিডি সার্কুলার নং -০১

তারিখঃ ০৩ জানুয়ারী, ২০২২ / ১৯ পৌষ, ১৪২৮

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

**কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ হঠাৎ কর্ম হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এ সকল মানুষের অধিকাংশই এখন গ্রামে অবস্থান করছে এবং একটি মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধার আওতায় এ সকল জনগোষ্ঠীকে আনা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রামেই উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে; ফলশ্রুতিতে, সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ প্রেক্ষিতে, গ্রামাঞ্চলে আয়উৎসারী কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে, ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় **কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার** একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

১. **স্কিমের নামঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে** গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।

২. **তহবিলের পরিমাণঃ ৫০০.০০ (পাঁচশত)** কোটি টাকা। উক্ত তহবিলের পরিমাণ প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা যাবে।

৩. **উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।**

৪. **স্কিমের মেয়াদঃ** ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। তবে গ্রাহক পর্যায় হতে আদায় কার্যক্রম স্কিমের মেয়াদ পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকবে।

৫. **স্কিমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহঃ**

ক) রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ।

খ) এছাড়া বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংক সমূহের মধ্যে যে সকল ব্যাংক আলোচ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারাও কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আবেদনপূর্বক উক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চলমান পাতা-০২

৬. তহবিল বরাদ্দঃ

(ক) ব্যাংকসমূহের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় সময়ে সময়ে ঋণ বিতরণের সক্ষমতা পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।

৭. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থ্যাৎ শাখা, উপশাখা, এজেন্ট, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও আদায় করতে পারবে। এতদ্ব্যতীত, প্রয়োজনবোধে আউটসোর্সিং ফেসিলিটেটর (শাখা প্রতি একজন) নিয়োগ করতঃ তাদের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণসহ ঋণ আদায় কার্যক্রমে ফেসিলিটেটর এর সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ ঋণ প্রদান কার্যক্রমে এনজিও, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) বা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে ফেসিলিটেটর এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(খ) ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত খাতসমূহে সর্বোচ্চ ০৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

(গ) অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণকারী খেলাপী না হলে ঋণ পরিশোধের পর পুনরায় নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৮. সুদ/মুনাফা হারঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৬% (সরল সুদ হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৯. জামানতঃ এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করা যাবে না।

১০. ঋণের খাতসমূহঃ

- স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা
- পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়
- ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প
- মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন
- তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকান্ড
- বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার
- সবজি ও ফলের বাগান
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন

এছাড়াও, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। সরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

১১. নারী উদ্যোক্তাঃ

অত্র স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে নারী ঋণ গ্রহিতা/উদ্যোক্তাদেরকে ন্যূনতম ১০% ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে।

১২. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদঃ

ক) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ বছর বা ২৪ মাস।

খ) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকার বেশি তবে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর বা ৩৬ মাস।

১৩. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতিঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) পুনঃঅর্থায়ন দাবী করতে হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
- বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (বিতরণকারী গ্রাহকের নাম ও মোবাইল নম্বর সহ);
- ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১৪. শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকঃ

ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ নিজস্ব শরীয়াহ নীতিমালা অনুসরণ করে উক্ত স্কিমের আওতায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

১৫. পরিশোধ পদ্ধতিঃ

(ক) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রাহক পর্যায় হতে সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে সুদ/মুনাফাসহ পরিশোধ করতে হবে; যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তহবিলের মেয়াদ পর্যন্ত আবর্তনযোগ্য হবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(গ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ বা এর কোন অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে জরিমানা ধার্য্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

(ঘ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৬% এর অতিরিক্ত সুদ/মুনাফা ধার্য্যপূর্বক ব্যাংক কর্তৃক এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ১% হারে জরিমানা আরোপ করতঃ এককালীন আদায় করা হবে।

চলমান পাতা-০৪

১৬. রিপোর্টিং ও মনিটরিংঃ

(ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে পাক্ষিক ভিত্তিতে (পক্ষ সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে যা অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার যাচাই এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৭. তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ এ তহবিল সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৮. ফোকাল পার্সন নির্বাচনঃ এ স্কীমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ একজন ফোকাল পার্সন (নূন্যতম এজিএম বা সম-পদমর্যাদার) নির্বাচন করবে যিনি স্কীম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৯. অন্যান্য শর্তাবলীঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরোক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারির পরবর্তী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে অত্র বিভাগের সহিত যোগাযোগের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

সংযুক্ত ছক-১

ছক-১ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নামঃ
মাসের নামঃ
অর্থবছরঃ

(কোটি টাকায়)

| শাখার নাম | গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর | বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ | গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার | ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ | ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ | ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের খাত | বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| মোট পরিমাণ | | | | | | | |

সংযুক্ত ছক-২

ছক-২ঃ কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (পাক্ষিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নামঃ

বিবরণীর সময়কালঃ --/--/---- তারিখ পর্যন্ত

(কোটি টাকায়)

| জেলার নাম | উপজেলার নাম | শাখার নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অনুমোদিত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ | বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ | বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের শতকরা হার | ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্ত মোট গ্রাহকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| সর্বমোট | | | | | | | |

## Steps of 102/33(1233) Covid-19 Ghore Fera Loan (500 crore)

## GL Code (902331)

**CIF Opening ⟶ CIF Auth**

1. Security>Customer Security> Customer Security Auth
2. Limit>Customer Limit> Customer Limit Auth
3. Installment Contract Opening> Installment Contract Opening Auth
4. Account Limit Line Setup> Account Limit Line Setup Auth
5. Term Loan Disbursement without Charge (Type-Account Transfer)> Term Loan Disbursement Without Charge Auth